ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী

বাংলাদেশ চা-বোর্ড এর সদস্য ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব এবং বিসিএস (প্রশাসন)-পঞ্চদশ ব্যাচের কর্মকর্তা। ড. নাজনীন সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠ পর্যায়ে চাকুরী জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম কর্মস্থল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেণী। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার; সমাজসেবা অধিদফতর, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় উপপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ চা-বোর্ড এর সদস্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের আগে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব ও উপসচিব এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে কাজ করেছেন। এছাড়া, তিনি বিদেশে কূটনীতিবিদ হিসেবে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (ইকনমিক) এবং অর্থনৈতিক উইং এর প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন।

ড. নাজনীন দেশে ও বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় মিশনারী স্কুলে- চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাস্টিকায়। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্যে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ANU)'তে তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাস্টিকা হতে এসএসসি, ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজ হতে এইচএসসি শেষ করেন এবং উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং অনার্সে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি ANU হতে অর্থনীতিতে তিনটি উচ্চতর ডিগ্রী- পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, এমএস ও পিএইচডি লাভ করেন। উল্লেখ্য, তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও এমএস- উভয় ডিগ্রীতে 'Distinction' লাভ করেন।

ড. নাজনীন অর্থনীতিবিদ ও গবেষক হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর পিএইচডি-গবেষনার মূল ফোকাস ছিল 'সম্পদ ব্যবস্থাপনা' এবং কেইস স্টাডি ছিল- নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ তথা সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, যেটি ব্লু-ইকনমি হিসেবে পরিচিত (উল্লেখ্য, ব্লু-ইকনমি'র ওপর সারা পৃথিবীতে এখনও গবেষনার সংখ্যা খুবই হাতে গোনা)। ড. নাজনীন ANU'র অস্ট্রেলিয়া-জাপান রিসার্চ সেন্টার এ গবেষনা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ANU'র ক্রফোর্ড স্কুল অফ ইকনমিক্স এন্ড গভর্মেন্ট হতে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষনার কার্যপত্র ও সম্মেলনে উপস্থাপনযোগ্য বিভিন্ন গবেষণাপত্রের রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করেছেন এবং ২০১০ সাল হতে আন্তর্জাতিক গবেষনা জার্নাল অস্ট্রেলিয়ান জার্নাল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রিসোর্স ইকনমিক্স-এর ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করছেন। অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চশিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থ বিভাগের সামষ্টিক অর্থনীতি উইং-এ গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। সেখানে তিনি যে গবেষণাগুলো করেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- বিদ্যুৎ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে এটি ছিল প্রথম কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ এবং তাঁর এ গবেষণার প্রায় সব ফলাফল সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিমালায় সংযোজিত হয়েছে। তিনি অর্থ বিভাগের মূল্যস্ফীতি ও লেনদেন ভারসাম্য'সহ আরো বেশ কিছু কনসেপ্ট পেপার প্রনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। সামগ্রিক অর্থনীতির চার সেক্টরের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপথ বিশ্লেষনে অর্থ বিভাগের কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল সভায় যে কার্যপত্র উপস্থাপন করা হয়ে থাকে- সেটি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের আদলে বিশ্লেষন ও আধুনিকায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। তাছাড়া, বাজেট রিফর্মের অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদী বাজেট কৌশলপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বিশ্লেষনধর্মী উপস্থাপনে তিনি ভুমিকা রাখেন। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে ড. নাজনীন দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অর্থনীতি ছাত্র-ছাত্রী সমিতির আজীবন সদস্য এবং অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের বেশ ক'টি অর্থনীতি সমিতির সদস্য।

ড. নাজনীন শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবেও বিভিন্ন সময় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি ANU'র ক্রফোর্ড স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও এমএস পর্যায়ের শিক্ষক হিসেবে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ড. নাজনীন বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন। এছাড়া, তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদী প্রশিক্ষণেও অর্থনীতির বিভিন্ন মডিউলের ওপর ক্লাস নিয়েছেন। তিনি সরকারি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বেতার ও টিভি'র বিভিন্ন সেশনে রিসোর্স পার্সন ও প্যানেলিস্ট হিসেবেও অংশগ্রহণ করেছেন। একাডেমিক নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে তিনি দেশে এবং বিদেশে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অফিসিয়াল এলামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য।

ড. নাজনীন দেশ ও বিদেশ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে বেশ ক'টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করেন। এছাড়া, তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ হতে ৬ মাস মেয়াদী ইংরেজী ভাষার বিশেষায়িত সার্টিফিকেট কোর্স এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল হতে বাণিজ্যিক ইংরেজী কোর্স সম্পন্ন করেন। অপরদিকে, বিদেশে তিনি অস্ট্রেলিয়ার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়- যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে তথ্য জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি এবং গ্র্যাজুয়েট টিচিং প্রোগ্রাম, ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ড হতে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা এবং ম্যাককুয়ার ইউনিভার্সিটি হতে কার্যকর সরকার ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া হতে প্রশাসন ও উন্নয়ন, অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস সাউথ এন্ড ওয়েস্ট এশিয়ার সদর দপ্তর-শ্রীলংকা হতে নেতৃত্বে নারী, আইএমএফ এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সিংগাপুর হতে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন, অস্ট্রেলিয়ান সরকারের Foreign Affairs & Trade দপ্তর হতে নেতৃত্বের উন্নয়ন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সুইজারল্যান্ড হতে স্যানিটারী ও ফাইটো-স্যানিটারী এগ্রিমেন্ট এবং ডেনমার্কের ডানিডা ফেলোশিপ সেন্টার হতে অরগ্যানাইজেশনাল চেইঞ্জ ম্যানেজম্যান্ট এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনে ড. নাজনীন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত Brussels Economic Forum (BEF) Conference এর Sources of Economic Growth সেশন ও The Post-2015 Sustainable Development Agenda: Global, Asian and European Perspectives

Conference এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব; বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত European Development Days (EDD) Conference এর Skills for Bangladesh সেশনে প্যানেলিস্ট; থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Towards Supply Chain Efficiency Conference এবং মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর Annual Meeting ও International Rubber Conference এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব।

ড. নাজনীন দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিশুকাল থেকে ক্লাস মনিটর হিসেবে তাঁর নেতৃত্বের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতাক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। সর্বশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এসোসিয়েশনের প্রকাশনা কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন পঞ্চদশ ব্যাচের বিভিন্ন কমিটিতে বিভিন্ন সময়ে সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পঞ্চদশ ব্যাচের সব ক্যাডারের সম্মিলিত ফোরামের নির্বাহী কমিটিতে মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বপালন করেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনাকালেও অব্যহত থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর অবস্থানকালে ড. নাজনীন বিভিন্ন লীডারশীপ পজিশনে থেকে ইউনিভার্সিটি ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট, যিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এন্ড রিসার্চ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (PARSA)-এর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং জাতীয় পর্যায়ে কাউন্সিল ফর অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েশন (CAPA)-এর উইম্যান অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। একই সময়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ কাউন্সিল (PRC)-এর সভাপতি হিসেবে এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কাউন্সিল ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটিতে স্টুডেন্ট প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত লীডারশীপ পজিশনসমূহে থাকা অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (ABC)-টিভি নিউজ ও রেডিও'তে এবং বাংলা রেডিও ক্যানবেরা'তে তাঁর ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে 'Latest News: Bangladeshi Awardee flies high at ANU' এবং 'Success Story' শিরোনামে তাঁর সাফল্যের বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের দুটি ওয়েবসাইটে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান এওয়ার্ডস এলামনাই স্টোরি'তে তাঁর সাফল্যের বিস্তারিত এবং গ্লোবাল এলামনাই স্টোরি'তে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ড. নাজনীন প্রথম বাংলাদেশী যিনি 'অস্ট্রেলিয়ান লীডারশীপ কনফারেন্স-২০০৭' এ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, উক্ত কনফারেন্সে বিশ্বের ৩২টা দেশের ১৮০ জন স্কলারের মধ্যে আয়োজকরা যে ৩ জন (বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়া) স্কলারকে নির্বাচন করেন- ড. নাজনীন তাদের একজন। আরো উল্লেখ্য, ড. নাজনীন প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট, যিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের আমন্ত্রনে ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মান্যবর কুইন্টিন ব্রাইস এসি এবং অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় কেভিন রাড এমপি'র সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। অস্ট্রেলিয়া অবস্থানকালে বর্ণিত বিভিন্ন কন্ট্রিবিউশনের জন্যে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস উইম্যান ইন লীডারশীপ নেটওয়ার্ক-এর 'দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া' এবং 'বাংলাদেশ'- উভয় চ্যাপ্টারের কোর গ্রুপ-এর সদস্য হিসেবে ড. নাজনীনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ড. নাজনীন দেশে ও বিদেশে বেশ ক'টি এওয়ার্ড ও সম্মাননা অর্জন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ভাইস চ্যান্সেলর এওয়ার্ড, স্টুডেন্ট এম্বেসেডর এওয়ার্ড, ভ্যালিডেকটরী এওয়ার্ড, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিট্যাল টেরিটরি মাল্টিকালচারাল এফেয়ার্স মন্ত্রীর রিকগনিশন, ভোকেশনাল এক্সসেলেন্স এওয়ার্ড এবং টপ টেন প্রফেশনাল লেডী এওয়ার্ড। এছাড়া, তিনি চারটি সম্মাননা ও একটি স্বাধীনতা সম্মাননাসহ বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি, বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলায় বেশ ক'টি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্জন করেন।

ড. নাজনীনের পিতা ভাষা সৈনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী- চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলীর ঐতিহ্যবাহী নাজির বাড়ীর জমিদার মরহুম ফয়েজ আলী চৌধুরীর নাতি। মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী- শিক্ষা বিস্তার, রাজনীতি ও সমাজসেবায় পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর সমগ্র জীবন মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন এবং এ কারণে তিনি চাটগাঁর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, ড. নাজনীনের পিতা মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী- তৎকালীন পাকপ্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংগালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি করেছেন এবং বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত এদেশের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামে দেশ ও জাতির জন্যে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মরহুম বদিউল আলম চৌধুরীর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। 'ভাষা আন্দোলনের গবেষনা কেন্দ্র ও যাদুঘর' ঢাকা হতে প্রকাশিত 'ভাষা সংগ্রামের স্মৃতি' বইটিতে জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'সহ যে ১৩৭ জন ভাষাসৈনিকের তালিকা রয়েছে- সে তালিকায় মরহুম বদিউল আলম চৌধুরীর নাম এবং বিস্তারিত স্থান পেয়েছে। এছাড়া, ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ে মরহুম বদিউল আলম চৌধুরীর অবদান, মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে রাজশাহীতে ডাঃ শামসুজ্জোহা নিহত হওয়ার পর চট্টগ্রাম হতে যে বিশাল গণমিছিল বের হয় সেটিতে তাঁর নেতৃত্ব দান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে তাঁর সোচ্চার আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের সকল রেকর্ড সে সময়ের স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পাশাপাশি তাঁর পূর্বপূরুষের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের কাট্টলী অঞ্চলেরও সার্বিক কল্যাণ সাধন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, খেলাধুলার পরিবেশ সংরক্ষণসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন- ফলে এ অঞ্চলে সবার কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ড. নাজনীনের মাতা মরহুম লুৎফা সুরাইয়া চৌধুরী- কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী ঢেমুশিয়া জমিদার বাড়ী'র জমিদার মরহুম জামালউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (প্রকাশ মাইজ্জা মিয়া/আহমদ মিয়া)'র ৩য় কন্যা। ড. নাজনীন বিবাহিত। তাঁর স্বামী ডাঃ জিয়াউল আনসার চৌধুরী বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং বর্তমানে তিনি সিনিয়র কন্সালট্যান্ট হিসেবে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের 'নাক-কান-গলা রোগ এবং হেড-নেক সার্জারী' বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। ড. নাজনীন দু'সন্তানের জননী। তাঁর বড় সন্তান নাহিয়ান বুশরা চৌধুরী বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবরা, স্কটল্যান্ড-এ 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' নিয়ে এবং ছোট সন্তান আরিক নাওয়াল চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককুয়ার ইউনিভার্সিটি, সিডনি'তে 'চিকিৎসা বিজ্ঞান' নিয়ে পড়াশোনা করছেন।